ISO 9001, ISO 14001 &
OHSAS 18001 Certified

সভাপতি,কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

এবং

সচিব
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০১৮ - ৩০ জুন, ২০১৯

সূচিপত্র

উপক্রমণিকা

কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সেকশন-১ : কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর রূপকল্প (Vision),অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য, কার্যাবলি

সেকশন-২ : কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

সংযোজনী-১ : শব্দ সংক্ষেপ

সংযোজনী-২ : কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্যালয়সমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি

সংযোজনী-৩ :কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের অন্যান্য কার্যালয়ের নিকট সুনির্দিষ্ট চাহিদা

উপক্রমণকিা (Preamble)

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও এর আওতাধীন পবিসসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কে প্রদত্ত বার্ষিক কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে:-

সভাপতি,কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

এবং

সচিব
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

এর মধ্যে ২০১৮ সালের .....জুন.....মাসের.....২৪.....তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরতি।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

কক্সবাজার পবিস এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the Performance of Coxsbazar PBS)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

ক) সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ (২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮) ঃ

কক্সবাজার জেলার সদর,উখিয়া,টেকনাফ,চকরিয়া,পেকুয়া,মহেশখালী,বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি এবং লামা উপজেলার আংশিক এলাকার সমন্বয়ে ২৯০৭.৯৫০ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকা নিয়ে কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি গঠিত। বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কক্সবাজার পবিস নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কক্সবাজার পবিস এর সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ (২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮) নিম্নরূপঃ

অর্থবছর	গ্রাহক সংযোগ	নির্মিত লাইন	বকেয়া মাস	সিষ্টেম লস
২০১৫-২০১৬	৪৭৩৩৩	৩৭৫	১.৮৮	১৭.৩৮%
২০১৬-১৭	৪২৭৬৪	৩৯৯	২.১৮	১৭.৩১%
২০১৭-১৮(এপ্রিল-১৮ পর্যন্ত)	৩৬১৫৮	৭৬৬	২.১৭	১৭.২৮%

গ্রামীন জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ের লক্ষ্যে এপ্রিল'২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ৪৮৩৮.৭২৯ কিঃ মিঃ বৈদ্যুতিক লাইন র্নিমান সম্পন্ন করা হয়েছে।
এপ্রিল'২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ২,৪৪,২৬১ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। অত্র পবিসের ০৯টি উপকেন্দ্রের মধ্যে কক্সবাজার ১০ এমভিএ উপকেন্দ্র, উখিয়া-১ (উখিয়া) ২০ এমভিএ, উখিয়া-২ (নিদানিয়া) ১০ এমভিএ, টেকনাফ-১ (টেকনাফ) ২০ এমভিএ, টেকনাফ-২ (লেদা) ০৫ এমভিএ ,ঈদগাঁ ১০ এমভিএ, চকরিয়া ১৫ এমভিএ, পেকুয়া ১৫ এমভিএ এবং মহেশখালী ১০ এমভিএ উপকেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রাহক প্রান্তে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে।

১। সুইচিং ষ্টেশন/ সাব-ষ্টেশনের জমি ক্রয় সংক্রান্তঃ

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাপবিবোর্ডের UREDS; DCSD প্রকল্পের আওতায় ৩৩ কেভি সুইচিং ষ্টেশন নির্মানের জন্য ৪০ শতাংশ জমি এবং "JAICA" এর অর্থায়নে Matarbari Ultra Super Critical Coal Fired Power Project এর আওতায় মহেশখালী-৩ (উত্তর নলবিলা) ৩৩/১১ কেভি ১০ এমভিএ উপকেন্দ্র নির্মানের জন্য ৪৫ শতাংশ জমি ক্রয় করা হয়েছে। কক্সবাজার-২ (তোতকখালী), উখিয়া-৩ (শফিরবিল) এলাকায় উপকেন্দ্র নির্মানের জন্য জমি অধিগ্রহন করা হয়েছে এবং রামু সেনানিবাস এলাকায় সাব ষ্টেশন নির্মানের জন্য সেনানিবাস হতে জমি গ্রহন করা হয়েছে। এছাড়াও টেকনাফ-৩ (সাবরাং ট্যুরিষ্ট জোন) এ সাবস্টেশন নির্মানের জন্য জমি অধিগ্রহন প্রক্রিয়াধীন আছে।

২। গ্রীড উপকেন্দ্র সংক্রান্তঃ

পবিসের নিজস্ব অর্থায়নে কক্সবাজার গ্রীড উপকেন্দ্রের কন্ট্রোল রুম বিল্ডিং সম্প্রসারন করে ০৩ (তিন) টি ৩৩ কেভি ইনডোর টাইপ বে-ব্রেকার স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। নতুন ০২টি বে-ব্রেকার স্থাপনের ফলে ০১টি ৩৩ কেভি বে-ব্রেকার এর মাধ্যমে চকরিয়া ৩৩ কেভি ফিডার এর মাধ্যমে চকরিয়া,পেকুয়া এবং মহেশখালী উপকেন্দ্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। অপর একটি ৩৩ কেভি বে-ব্রেকার এর মাধ্যমে উখিয়া-১ (২০ এমভিএ) এবং উখিয়া-২ (১০ এমভিএ) উপকেন্দ্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। বে-ব্রেকার স্থাপনের কাজ সম্পাদিত হওয়ায় পবিসের ৩৩ কেভি ফিডার পুনবিন্যাস করে চাহিদাকৃত লোড (৬২ মেঃওঃ) সরবরাহ করা হচ্ছে।
মেগা প্রকল্প সমূহে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে কক্সবাজার গ্রীডের ক্ষমতা বর্ধনের জন্য পিজিসিবি কর্তৃক ৫০/৭৫ এমভিএ পাওয়ার ট্রান্সফরমার এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড এর মাধ্যমে ইতিমধ্যে স্থাপন পূর্বক বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে ০২ টি ৩৩ কেভি ফিডারকে বিভাজন করে ০৪টি ৩৩ কেভি (টেকনাফ,উখিয়া,চকরিয়া এবং ঈদগাঁও) ফিডারে রূপান্তর করা হয়েছে। উক্ত বিভাজনের ফলে ০৪টি ফিডারের মাধ্যমে সর্বমোট ৬২ মেঃওঃ লোড ০৯ টি উপকেন্দ্রে সরবরাহ করা হচ্ছে। যার ফলে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সহ সমিতির রাজস্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩। সুইচিং ষ্টেশন নির্মান সংক্রান্তঃ

উখিয়া ৩৩ কেভি ফিডার যার Line Length ২৯.০০ কিঃ মিঃ, টেকনাফ ৩৩ কেভি ফিডার যার Line Length ৭৯.৫০ কিঃ মিঃ। ঈদগাঁও ৩৩ কেভি ফিডার যার Line Length ২১.০০ কিঃমিঃ এবং চকরিয়া ৩৩ কেভি ফিডার যার Line Length ৭২.০০ কিঃমিঃ। উক্ত ৩৩ কেভি ফিডার ০৪ (চারটি) টির মাধ্যমে পবিসের ০৯টি উপকেন্দ্রে (১১৫ এমভিএ) বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। বিশ্বব্যাংকের আওতায় কক্সবাজার চাইন্দা নামক স্থানে ৩৩ কেভি সুইচিং ষ্টেশন নির্মান কাজ চলমান আছে। যা আগামী ডিসেম্বর'২০১৮ইং তারিখের মধ্যে শেষ হবে। ৩৩ কেভি সুইচিং ষ্টেশন নির্মাণের কাজ শেষ হইলে ৩৩ কেভি লাইন বিভাজন সম্ভব হবে, নতুন সোর্স লাইনে ৩৩ কেভি সংযোগ দেওয়া যাবে এবং সিষ্টেম লস হ্রাস পাবে।

৪। টেকনাফ ৩৩ কেভি লাইন সংক্রান্তঃ

কক্সবাজার গ্রীড হতে উখিয়া পর্যন্ত ২৯ কিঃ মিঃ ৩৩ কেভি লাইনের মধ্যে ইতিমধ্যে ২৬ কিঃ মিঃ ডাবল সার্কিট লাইন নির্মান সম্পন্ন হয়েছে এবং ০৩ কিঃ মিঃ ৩৩ কেভি লাইনের নিম্ন সাইজের তার পরিবর্তন করা হয়েছে । বর্তমানে উক্ত ৩৩ কেভি ফিডারের লাইন লস্ ২.৫-৩.০% এর মধ্যে রয়েছে।

৫। ঈদগাঁও ৩৩ কেভি লাইন সংক্রান্তঃ

কক্সবাজার গ্রীড হতে চকরিয়া পর্যন্ত ০১টি নতুন ৪৬.৭২৪ কিঃ মিঃ ৩৩ কেভি লাইন নির্মান শেষে বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে এবং চকরিয়া হতে পালাকাটা পর্যন্ত আরো ০৩ কিঃ মিঃ লাইন নির্মান করে পিডিবি ৩৩ কেভি লাইনের টেপিং মুক্ত করা হয়েছে । যার ফলে ঈদগাঁ উপকেন্দ্রের ৩৩ কেভি ফিডারের লাইন লস্ হ্রাস পেয়েছে।
চকরিয়া (মগবাজার) হতে পোকখালী (লাল ব্রীজ) পর্যন্ত ৮.১২৬ কিঃ মিঃ ৩৩ কেভি তার পরিবর্তনের (#৪/০ হইতে #৪৭৭) কাজ শেষ হয়েছে।
চকরিয়ার পোকখালী (লাল ব্রীজ) হতে কেরুনতলী, মহেশখালী পর্যন্ত ২৩ কিঃ মিঃ ৩৩ কেভি লাইনের আপগ্রেডেশনের কাজ শেষ হয়েছে। যার ফলে Dead-end এ ভোল্টেজ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ৩৩ কেভি লাইন লস হ্রাস পেয়েছে।

গত ২২-০৫-২০১৮ ইং তারিখে মাতারবাড়ী গ্রীড উপকেন্দ্র চালু করা হয়েছে । JICA প্রকল্পের আওতায় নির্মানাধীন রিভারক্রসিং টাওয়ার এর কাজ সম্পন্ন করে জুন/২০১৮ এর মধ্যে গ্রীড উপকেন্দ্র থেকে চকরিয়া, পেকুয়া এবং মহেশখালী উপকেন্দ্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে। ফলে ৩৩ কেভি লাইন লস ৮.০০% হতে ৩.০০% এ নেমে আসবে।

৬। উপকেন্দ্র সংক্রান্তঃ

UREDS প্রকল্পের আওতায় মহেশখালী-২ (গোরকঘাটা) (১০ এমভিএ) উপকেন্দ্র নির্মান কাজ চলমান আছে যা আগামী জুন' ২০১৮ ইং তারিখের মধ্যে চালু হবে।
JICA প্রকল্পের আওতায় মহেশখালী –৩ (উত্তর নলবিলা) (১০ এমভিএ) উপকেন্দ্র নির্মান কাজ চলমান আছে যা আগামী জুন' ২০১৮ ইং তারিখের মধ্যে চালু হবে।
REECSDP-2 প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার-২ (তোতকখালী) (১০ এমভিএ) উপকেন্দ্র নির্মান কাজ চলমান আছে যা আগামী ডিসেম্বর' ২০১৮ ইং তারিখের মধ্যে চালু হবে।
REECSDP-2 প্রকল্পের আওতায় উখিয়া-৩ (শফির বিল) (১০ এমভিএ) উপকেন্দ্র যা আগামী ডিসেম্বর' ২০১৮ ইং তারিখের মধ্যে চালু হবে।
1.5 MCCP প্রকল্পের আওতায় রামু সেনানিবাসের নিজস্ব জমিতে (১০ এমভিএ) উপকেন্দ্র যা আগামী ডিসেম্বর' ২০১৮ ইং তারিখের মধ্যে চালু হবে।
1.5 MCCP প্রকল্পের আওতায় টেকনাফ-৩ (১০ এমভিএ),সাবরাং উপকেন্দ্র নির্মানের জন্য জমি অধিগ্রহন প্রক্রিয়াধীন আছে ।

এছাড়াও খুরুস্কুল (১০এমভিএ), ঈদগড় (১০এমভিএ) এবং বড়ইতলী (১০এমভিএ) ০৩ টি উপকেন্দ্র নির্মানের জন্য DNES প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
উপরে বর্ণিত উপকেন্দ্র গুলোর নির্মাণ কাজ সম্পাদন হলে ১১ কেভি ফিডারের দৈর্ঘ্য এবং লোড হ্রাস পাবে। যার ফলে অত্র পবিসের কোন ১১ কেভি ফিডার ওভার লোডেড থাকবে না। ফলে ১১ কেভি লাইন লস্ তথা সিস্টেম লস অনেকাংশে কমে যাবে। বর্তমানে ০৯ টি উপকেন্দ্রের মধ্যে কোন উপকেন্দ্র ওভার লোডেড নাই।

৭) আগামী ১০ বৎসরে অত্র পবিসের প্রস্তাবিত লোডঃ

২০১৮ সাল থেকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত উপকেন্দ্রের মোট বর্ধনকৃত ক্ষমতা (Upgradation) = ৭৫ এমভিএ।
উপকেন্দ্রের ২০২২ সালের মোট প্রস্তাবিত ক্ষমতা = (১১৫+৩১৫) এমভিএ = ৪৩০ এমভিএ।
উপকেন্দ্রের ২০২৭ সালের মোট প্রস্তাবিত ক্ষমতা = (৭৫+৪৩০) এমভিএ = ৫০৫ এমভিএ ।

৮) ১১ কেভি ফিডার সংক্রান্তঃ

কক্সবাজার পবিসের আওতায় ৩৩টি ১১কেভি ফিডার মিটারিং এর মাধ্যমে লস্ নির্ধারণ করা হচ্ছে। বাপবিবোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক ফিডারভিত্তিক লস্ হিসাব করার নিমিত্তে ১১ কেভি ফিডার সমূহ মিটারিং এর আওতায় আনা হয়েছে।
উখিয়া-১ উপকেন্দ্রের ০৪ এবং ০৫ নং ফিডারের লোড বিভাজন করা হয়েছে। মহেশখালী কেরনতলী উপকেন্দ্রের ০৬ নং ফিডারের লোড বিভাজন করা হয়েছে। পেকুয়া উপকেন্দ্রের ০৬ নং ফিডারের লোড বিভাজন করা হয়েছে।
টেকনাফ-১ উপকেন্দ্রের ৪ নং ফিডারটির বর্তমান পিক লোড ৩.১৫ মেঃ ওঃ। লোড বিভাজনের জন্য ২.৬০৯ কিঃ মিঃ ডাবল সার্কিট লাইন নির্মান কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ডাবল সার্কিট লাইন নির্মানের কাজ সম্পন্ন করে ৪ নং ফিডার হতে ১.২ মেঃ ওঃ লোড স্থানান্তর করা হয়েছে ।
চকরিয়া-১ উপকেন্দ্রের ৪ নং ফিডারটির বর্তমান পিক লোড ৩.১০ মেঃ ওঃ । লোড বিভাজনের জন্য ০৬ কিঃ মিঃ ডাবল সার্কিট লাইন নির্মাণের মাধ্যমে ৪ নং ফিডার হতে ১.৫ মেঃওঃ লোড স্থানান্তর করা সম্ভব হবে। উক্ত নির্মান কাজ চলমান আছে যা আগামী জুন' ২০১৮ ইং তারিখের মধ্যে সম্পন্ন হবে।
সদর উপকেন্দ্রের ০৪ নং (বাংলাবাজার) ফিডারটির বর্তমান পিক লোড ৩.০ মেঃ ওঃ। লোড বিভাজনের জন্য ০২ কিঃ মিঃ ডাবল সার্কিট লাইন নির্মাণের মাধ্যমে ৪ নং ফিডার হতে ১.২ মেঃ ওঃ লোড স্থানান্তর করা হয়েছে।

৯। অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্তঃ

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) কর্তৃক অত্র পবিসের ভৌগলিক এলাকায় ০৭ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্ধারন করেছে। সাবরাং অর্থনৈতিক অঞ্চলে সংযোগ প্রদানের জন্য ১২.০২৯ কিঃ মিঃ ৩৩ কেভি লাইন নির্মান করে বিদ্যমান ১১ কেভি ফিডারে হকআপ করে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। ৪.৬২৯ কিঃ মিঃ আরইই-সিএসডিপি-২ প্রকল্পের আওতায় নির্মান কাজ চলমান আছে যা আগামী জুন' ২০১৮ ইং তারিখের মধ্যে চালু হবে।
নাফ ট্যুরিজম পার্ক (জালিয়ার দ্বীপ) এ বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে ১১ কেভি সাব-মেরিন ক্যাবল লাইন নির্মান করে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে।

১০। মাতারবাড়ী ২X ৬০০ মেঃ ওঃ কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত তথ্যঃ =

মাতারবাড়ী ২X ৬০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য মিনি ঠিকাদারের মাধ্যমে মোট = ২৮.৭৯১ কিঃ মিঃ লাইন নির্মান সম্পন্ন হয়েছে । বৈদ্যুতিক খুটি স্থানান্তরের জন্য আবেদন করায় ইতিমধ্যে ১৫০টি খুঁটি অপসারণ করে পুনরায় স্থাপন করা হয়েছে।
ডিসেম্বর'২০১৭ মাসে কক্সবাজার সদর উপজেলা এবং এপ্রিল'২০১৮ মাসে টেকনাফ উপজেলার শতভাগ বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের অপক্ষোয় আছে।
জুন'১৮ মাসের মধ্যে লামা উপজেলার (আংশিক) শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হবে। অবশিষ্ট রামু, উখিয়া, মহেশখালী, পেকুয়া, নাইক্ষ্যংছড়ি (আংশিক) এবং চকরিয়ার উপজেলার শতভাগ বিদ্যুতায়ন কাজ আগামী সেপ্টেম্বর'২০১৮ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

খ) সমস্যা এবং চ্যালঞ্জেসমূহঃ

১। গ্রাহক প্রান্তে নিরবচ্ছিন্ন এবং মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহঃ

টেকনাফ ৩৩ কেভি ফিডার যার Line Length ৭৯.৫০ কিঃ মিঃ। টেকনাফ উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে বর্তমান চাহিদা ১৫ মেঃওঃ। কক্সবাজার গ্রীড হতে টেকনাফ উপকেন্দ্রের দূরত্ব বেশি হওয়ায় ৩৩ কেভি সোর্স লাইনের ভোল্টেজ ২২ কেভি এর বেশি পাওয়া যায়না। ১১ কেভি ফিডারে লাইন ভোল্টেজ রেগুলেটর এবং ক্যাপাসিটর স্থাপন করেও মানসম্মত ভোল্টেজ সরবরাহ করতে না পারায় গ্রাহক অসন্তোষ আছে এবং ক্রমাগত লোড বৃদ্ধির ফলে সিস্টেম লস বৃদ্ধি পাচ্ছে। টেকনাফ উপজেলায় নির্মানাধীন ০২টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের স্বার্থে ০১টি গ্রীড নির্মান করা জরুরী। টেকনাফ উপজেলায় একটি গ্রীড উপকেন্দ্র না থাকার ফলে গ্রাহক প্রান্তে নিরবচ্ছিন্ন এবং মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ রাখা সমিতির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

২) তারল্য সংকটঃ

বিগত বছর সমূহে সমিতির লোকসান বেশি ছিল । নতুন গ্রাহক সংযোগের মাধ্যমে বিদ্যুতায়নের সুফল হিসেবে দীর্ঘমেয়াদে সমিতি লোকসান কমিয়ে আনতে পারবে বলে আশা করা যায়। তাছাড়া ডিসেম্বর'২০১৭ মাস হতে নতুন বিএসটি রেট কার্যকর হওয়ায় সমিতির লোককসানের পরিমান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। আশা করা যায় জুন'২০১৮ মাসের মধ্যে অত্র পবিস ব্রেক ইভেন পয়েন্টে উন্নীত হবে। তবে দীর্ঘদিনের ক্রমপুঞ্জিভূত লোকসানের কারনে এপিএ টার্গেট অনুযায়ী ঋণের সুদ ও মূলধন পরিশোধ কঠিন হয়ে পড়বে।

৩) সরকারী/আধা সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহের বকেয়াঃ

বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে,সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমূহের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে অনীহার কারনে বকেয়া বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বছরে একবার বিশেষ করে এপ্রিল/মে/জুন মাসে বকেয়া পরিশোধে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান বছর শেষেও বাজেটের অজুহাতে একটি বড় অংকের বিল বকেয়া রাখছে। ফলতঃ তাদের সরবরাহের জন্য ক্রয়কৃত বিদ্যুতের মুল্য সমিতিকে যথাসময়ে পরিশোধ করতে হচ্ছে, কিন্তু এসব সরকারী প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান হওয়ায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করাও সম্ভব হচ্ছে না। ফলে সমিতির তারল্য সংকটকে এসব বকেয়া প্রকট করে তুলছে এবং এ্যাকাউন্টস রিসিভেবলের টার্গেট অর্জনকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে তুলেছে।

৪) গ্রাহক অসচেতনতাঃ

এলাকার গ্রাহকসমূহকে বিভিন্নভাবে সচেতন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এলাকার নতুন সংযোগ প্রত্যাশি লোক অসচেতন হওয়ায় কিছু অসাধূ চক্রের সৃষ্ট জটিলতায় সংযোগ প্রক্রিয়া অনেক সময় বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। সমস্ত প্রকার অসাধু চক্রের ষড়যন্ত্রকে রুখে দিয়ে শতভাগ বিদ্যুতায়নের প্রচেষ্টা চলছে। সচেতন না হওয়ায় প্রায় ৬০% গ্রাহক নিয়মিত বিল পরিশোধ করেনা। ফলে এরুপ গ্রাহকের নিকট হতে বকেয়া আদায় করাও একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

গ) ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কক্সবাজার পবিস এর আওতাধীন ডিসেম্বর'২০১৭ মাসে কক্সবাজার সদর উপজেলা এবং এপ্রিল'২০১৮ মাসে টেকনাফ উপজেলার শতভাগ বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছে। জুন'১৮ মাসের মধ্যে লামা উপজেলার (আংশিক) শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হবে। অবশিষ্ট রামু, উখিয়া, মহেশখালী, পেকুয়া, নাইক্ষ্যংছড়ি (আংশিক) এবং চকরিয়ার উপজেলার শতভাগ বিদ্যুতায়ন কাজ আগামী সেপ্টেম্বর'২০১৮ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

২। প্রস্তাবিত ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র সমূহঃ

১। মহেশখালী ইজেড-১ (ঠাকুরতলা), ২। মহেশখালী ইজেড-(উত্তর নলবিলা) ৩। মহেশখালী ইজেড-(ধলঘাটা), ৪। কক্সবাজার প্রি-ট্রেড জোন- (ঘটিভাংগা) , ৫। মাতারবাড়ী কয়লা বিদ্যুৎ ৬। কোহেলিয়া কয়লা বিদ্যুৎ, ৭। পেকুয়া-২ (মগনামা), ৮। সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক, ৯। জালিয়ার দ্বীপ, এবং ১০। ডুলাহাজরা, ১১। রশিদনগর, ১২। পালংখালী, ১৩। শামলাপুর, ১৪। সোনাদিয়া, ১৫। সুইচিং ষ্টেশন। এই সর্বমোটি ১৫ টি ৩৩/১১ উপকেন্দ্র (প্রতিটি ১০ এমভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন) এর কাজ আগামী ২০২০-২০২১ সালের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

২। প্রস্তাবিত গ্রীড উপকেন্দ্রঃ

চকরিয়া উপজেলায় ০১ টি, টেকনাফ উপজেলায় ০১ টি এবং রামু উপজেলায় ০১ টি গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মানের জন্য প্রকল্পভূক্ত করা হয়েছে।
উক্ত গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মান ও বিদ্যুতায়নের পর উক্ত গ্রীড হতে বিদ্যুৎ গ্রহনের ফলে সমিতির ৩৩ কেভি লাইন এর দৈর্ঘ্য বর্তমান অবস্থা হতে অনেকাংশে কমে যাবে। ফলে অত্র সমিতির সিষ্টেম লস ১০% এর মধ্যে রাখা সম্ভব হবে।

৩। স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপনঃ

বকেয়া মাস ১.৪৫ অর্জনের পদক্ষেপ গ্রহনের পাশাপাশি গ্রাহক প্রান্তে ২৫,০০০ এক ফেজ এবং ৪০০ টি তিন ফেজ স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন করার জন্য প্রকল্পের অন্তর্ভূক্তকরন প্রক্রিয়াধীন আছে।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ :

০১। অত্র পবিসের আওতাধীন ডিসেম্বর'২০১৭ মাসে কক্সবাজার সদর উপজেলা এবং এপ্রিল'২০১৮ মাসে টেকনাফ উপজেলার শতভাগ বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের অপক্ষোয় আছে। জুন'১৮ মাসের মধ্যে লামা উপজেলার (আংশিক) শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হবে। অবশিষ্ট রামু, উখিয়া, মহেশখালী, পেকুয়া, নাইক্ষ্যংছড়ি (আংশিক) এবং চকরিয়ার উপজেলার শতভাগ বিদ্যুতায়ন কাজ আগামী সেপ্টেম্বর'২০১৮ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে।
০২। ০৫ টি ৩৩/১১ কেভি (১০ এমভিএ) ইনডোর টাইপ উপকেন্দ্র নির্মান কাজ শুরু করা হয়েছে।
০৩। ০৪ টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র আপগেডেশন সম্পন্ন করা হয়েছে।
০৪। পবিসের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।
০৫। বকেয়া মাস ১.৪৫ অর্জন করা।

০৬। সিষ্টেম লস এপিএ টার্গেট অনুযায়ী ১৩.০০% অর্জন করা।

০৭। ৫২.৭২৪ কিঃ মিঃ নতুন লাইন নির্মান করে ঈদগাও এবং টেকনাফ ফিডারকে আলাদা করে আরো ০২টি নতুন ৩৩ কেভি ফিডার চালু করা হয়েছে । তাছাড়া সাবরাং উপকেন্দ্রের জন্য আরো নতুন ১২.৫০ কিঃ মিঃ,সুইচিং ষ্টেশনের আওতায় কক্সবাজার-২ (তোতকখালী) উপকেন্দ্রের জন্য ১৭.০০ কিঃমিঃ,মহেশখালী-১ উপকেন্দ্র হতে মহেশখালী-২ উপকেন্দ্র পর্যন্ত ১৩ কিঃ মিঃ,মাতারবাড়ী গ্রীড উপকেন্দ্র হতে মহেশখালী-৩ উপকেন্দ্র পর্যন্ত ৬.৫০ কিঃ মিঃ নতুন ৩৩ কেভি লাইন নির্মান করা হয়েছে।

০৮। সদর উপকেন্দ্রের আওতায় বাংলাবাজার ফিডার, টেকনাফ-১ উপকেন্দ্রের আওতায় শামলাপুর ফিডার এবং মহেশখালী-১ উপকেন্দ্রের আওতায় মাতারবাড়ী ফিডারের ১১ কেভি লাইনের লোড বিভাজন করা হয়েছে।

০৯। মেগা প্রকল্প সমুহে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে কক্সবাজার গ্রীডের ক্ষমতা বর্ধনের জন্য ৫০/৭৫ এমভিএ পাওয়ার ট্রান্সফরমার এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড এর মাধ্যমে ইতিমধ্যে স্থাপন পূর্বক বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে কক্সবাজার গ্রীড উপকেন্দ্রের ক্ষমতা ১৪১ মেঃ ওঃ ।

১০। চলতি অর্থ বৎসরে বিভিন্ন সাইজের সর্বমোট ২৮০ টি ট্রান্সফরমার আপগ্রেড করা হয়েছে।

১১। চলতি অর্থ বৎসরে মাতারবাড়ী গ্রীড উপকেন্দ্র বিদ্যুতায়নপূর্বক চালু করা হয়েছে।

১২। চলতি অর্থ বৎসরে ৩১ কিঃ মিঃ ৩৩ কেভি লাইন, ৩৮ কিঃ মিঃ ১১ কেভি লাইন এবং ০৪টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র আপগ্রেড করা হয়েছে এবং ২৬৮টি ঝুকিপূর্ন বিনষ্ট খুটি পরিবর্তন করা হয়েছে।

১৩। সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক রোহিংগা ক্যাম্পে ৯.০০ কিঃ মিঃ নতুন লাইন নির্মান করে বিভিন্ন এনজিও এবং বিদেশী সংস্থায় বিদ্যুৎ সংযোগসহ ক্যাম্প এলাকায় ৬২টি নিরাপত্তা বাতিতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

আমি,সভাপতি,কক্সবাজার পবিস সচিব, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, সচিব, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সভাপতি,কক্সবাজার পবিস এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে,এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষী:

স্বাক্ষরিত:
তারিখঃ ১৪ /০৬ /২০১৮ খ্রিঃ

নূর মোহাম্মদ আজম মজুমদার
জেনারেল ম্যানেজার
কক্সবাজার পবিস।

জেনারেল ম্যানেজার
কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

(চৌধুরী মোস্তফা হাবীব)
পরিচালক
পবিস মনিটরিং ও ব্যঃ পঃ (পূর্বাঞ্চল) পরিদপ্তর
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা।

সভাপতি
কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

(চৌধুরী মোস্তফা হাবীব)
পরিচালক
পবিস মনিটরিং ও ব্যঃ পঃ (পূর্বাঞ্চল) পরিদপ্তর
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা।

পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

সচিব (খালেদা পারভীন)
সচিব, বাপবিবোর্ড,

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

সেকশন ১ ঃ

কক্সবাজার পবিস এর রূপকল্প (vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী

১.১ রূপকল্প (vision) ঃ কক্সবাজার পবিস এর আওতাধীন সকল জনগনকে গুণগতমানের বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission) ঃ ডিসেম্বর/২০১৮ সালের মধ্যে অত্র পবিসের আওতাধীন সমগ্র জনগোষ্ঠিকে (প্রতিটি ঘরে) বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া ।

১.৩ কৌশলগত উদ্দশ্যেসমূহ (strategic Objective) ঃ

০১। বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের উন্নয়ন।
০২। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা প্রদান।
০৩। বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠি বৃদ্ধি।
০৪। আর্থিক সক্ষমতা অর্জন।

১.৩.১ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

০১। দক্ষতার সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
০২। কর্মপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন।
০৩। দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন।
০৪। কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন।
০৫। তথ্য অধিকার ও সপ্রনোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা।
০৬। আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

১.৪ . কার্যাবলি (Functions) ঃ

০১। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারনের মাধ্যমে অত্র পবিসের আওতাধীন সকল জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সেবার আওতায় আনয়ন।
০২। কারিগরী উন্নয়নের মাধ্যমে সিস্টেম লস হ্রাসকরণ।
০৩। বিদ্যুৎ ব্যবহারে গ্রাহকগনকে মিতব্যয়ী করা এবং উৎপাদনমুখী কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ।
০৪। অত্র পবিসের এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।
০৫। পবিসের আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় সংকোচনের ব্যবস্থা করা।
০৬। নতুন গ্রাহক সংযোগ সহজীকরণ।
০৭। বৈদ্যুতিক লাইন নিয়মিত রক্ষনাবেক্ষন ও মেরামত করা।
০৮। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের পথস্বত্ত্ব মুক্তকরণ।
০৯। গ্রাহকের অভিযোগ দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিরসন করা।
১০। বকেয়া আদায় করা এবং আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
১১। সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুষ্ঠ কর্মপরিবেশ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা ।
১২। সকল ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন।
১৩। ডিজিটালাইজেশন ও অটোমেশনের মাধ্যমে উত্তম সেবা নিশ্চিতকরণ।

সেকশন-২ (ক)

কৌশলগত উদ্দেশ্য ,অগ্রাধিকার ,কাযক্রম ,কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কক্সবাজার পবিস

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of strategic objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY 2018-19)					প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ (Projection) ২০২০-২১
						২০১৬-১৭	২০১৭-১৮* ডিসেম্বর'১৭ পর্যন্ত	অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতিমান	চলতিমানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
			1. System Loss (Grid Meter) [%] (w/o resale)	%	২৬	১৭.৩১%	১৭.২৭%	১৩.০০%						
			2. Accounts Receivable (Months) (without GOB rebate & resale)	Month	১৫	২.১৮	২.৪৬	১.৪০						
			3. Collection Bill(CB) Ratio (%) (without GOB rebate & resale)	%	১	৯৫.০৯%	৯১.৯৯%	৯৯.০০%						
			4. Payment of debt service liability (Tk' 000)	Tk	৭	৫৮,৫০০	৮,৫০০	৮০,০০০						
			5. O & M EXP. (EX. PC , Depre. Int. & Pro. Uncoll. AMT.)(TK) / Kwh Sold (w/o resale)	Tk	৪	১.৩	০.৯৩	১.২০						
			6. Rev. / KM of Line w/o resale (TK)' 000	Tk	১	৩১৯.৬৭	১৮৩.০৫	২৯০.০০						
			7.Ratio of inspection & maintenance of Distri. line against Ener. line (KM)	%	১	৩৩.৫৫%	২৭.২৮%	১০০.০০%						
			8. Ratio of Damaged & repairable Transformer (no.) against total installed Transformer (no.)	%	১	১১.৩৪%	৫.৯১%	৪.০০%						
			9.Percentage of Damaged Transformer repaired	%	১	৭১.৫০%	৭৬.৯০%	১০০.০০%						
			10. Store Management Performance:											
			a. Physical Inventory of all Stores under	%	১	১০০%	১০০%	১০০%						
			b. Timely Closeout of Mini & Force Work	%	১	৮০%	৮০%	৯০%						

নূর মোহাম্মদ আজম মজুমদার
জেনারেল ম্যানেজার
কক্সবাজার পবিস।

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of strategic objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY 2018-19)					প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ (Projection) ২০২০-২১
						২০১৬-১৭	২০১৭-১৮* ডিসেম্বর'১৭ পর্যন্ত	অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতিমান	চলতিমানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
			11. Maintenance and Up-gradation of equipment record card (ERC)	%	২	৮৫%	৮০.৮৭%	১০০.০০%						
			12.Improvement of Power Factor		১	০.৯৩	০.৯৪	০.৯২						
			13. Action on Meter Report	%	১	১০০%	১০০%	১০০%						
			14. Average Training hour per Employee (Hours)	Hour	২	৭৬.১০	৮৫.২০	৭৫.০০						
			15. Timeliness to attend Consumer's complain	%	১	১০০%	১০০%	১০০%						
			16. No of Public Hearing	Nos	২	০	৬	৫০						
			17. System Average Interruption Duration Index (SAIDI)	Minute	২	১৫৭৮.৭১	৮৪১.২৫	৮০০						
			18. System Average Interruption Frequency Index (SAIFI)	Times	২	২২.০৭	১২.২২৮	৫০						
			19.% of overloaded Transformer against Total Installed	%	১	২.৮৪%	০.০০%	০.২০%						
			20.% of New Connected Consumers	%	২	১০০%	১০০%	১০০%						
			21.Accounts Payable	Month	১	১.০০	১.০০	১.০০						
			22. Inter- PBS Transaction	%	৪	০%	০%	৯০%						

নূর মোহাম্মদ আজম মজুমদার
জেনারেল ম্যানেজার
কক্সবাজার পবিস।

বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়ের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, ২০১৮-১৯

(মোট নম্বর- ২০)

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
						লক্ষ্যমাত্রার মান -২০১৮-১৯				
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	অসাধারণ (Excellent) ১০০%	অতি উত্তম (Very Good) ৯০%	উত্তম (Good) ৮০%	চলতি মান (Fair) ৭০%	চলতিমানের নিম্নে (Poor) ৬০%
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	২৪ জুলাই, ২০১৮	২৯ জুলাই, ২০১৮	৩০ জুলাই, ২০১৮	৩১ জুলাই, ২০১৮	০১ আগস্ট, ২০১৮
		২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল	মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৩ জানুয়ারি, ২০১৯	১৬ জানুয়ারি, ২০১৯	১৭ জানুয়ারি, ২০১৯	২০ জানুয়ারি, ২০১৯	২১ জানুয়ারি, ২০১৯
		সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	আয়োজিত প্রশিক্ষণের সময়	জনঘণ্টা *	১	৬০	-	-	-	-
কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন	৯	ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-ফাইলিং সিস্টেমে আপলোডকৃত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫৫	৫০
			ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত *	%	১	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০
			ই-ফাইলে পত্র জারীকৃত **	%	১	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০
		উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন	ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮	০৭ জানুয়ারি, ২০১৯	১৪ জানুয়ারি, ২০১৯	২১ জানুয়ারি, ২০১৯	২৮ জানুয়ারি, ২০১৯
		সিটিজেন্স চার্টার বাস্তবায়ন	হালনাগাদকৃত সিটিজেন্স চার্টার অনুযায়ী প্রদত্ত সেবা	%	১	৮০	৭৫	৭০	৬০	৫০
			সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮	১৫ জানুয়ারি, ২০১৯	০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯
		অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৯০	৮০	৭০	৬০	৫০
		পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারি নিশ্চিতকরণ	পিআরএল আদেশ জারিকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	-
			ছুটি নগদায়নপত্র জারিকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	-
আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৫	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	ব্রডশীট জবাব প্রেরিত	%	০.৫	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০
			অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০
		স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২৮ মার্চ, ২০১৯	১৫ এপ্রিল, ২০১৯

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
						লক্ষ্যমাত্রার মান -২০১৮-১৯				
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	অসাধারণ (Excellent) ১০০%	অতি উত্তম (Very Good) ৯০%	উত্তম (Good) ৮০%	চলতি মান (Fair) ৭০%	চলতিমানের নিম্নে (Poor) ৬০%
			অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২৮ মার্চ, ২০১৯	১৫ এপ্রিল, ২০১৯
		বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩	জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন	জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত	তারিখ	১	১৫ জুলাই	৩১ জুলাই	-	-	-
		নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিল	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	৪	৩	-	-	-
		তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	-

* জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী উক্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে।

** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ই-গভর্ন্যান্স অধিশাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন।

*** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ই-গভর্ন্যান্স অধিশাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন।

সংযোজনী -১

শব্দ সংক্ষেপ

(Acronyms)

বিআরইবি	বাংলাদেশ রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ড
বিপিডিবি	বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড
APA	Annual Performance Agreement
PI	Performance Indicator
পবিস/ পিবিএস	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
পিজিসিবি	পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড
KVA	কিলোভোল্ট এম্পিয়ার
KV	কিলোভোল্ট
MW	মেগাওয়াট
MVA	মেগাভোল্ট অ্যাম্পিয়ার
SAIDI	সিস্টেম এভারেজ ইন্টারাপশন ডিউরেশন ইনডেক্স
SAIFI	সিস্টেম এভারেজ ইন্টারাপশন ফ্রিকোয়েন্সি ইনডেক্স
DSL	ডেব্ট সার্ভিস লায়াবিলিটি
KM	কিলোমিটার
ERC	Equipment Record Card
NIS	National Integrity Strategy (জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল)
ই-সার্ভিস	ইলেক্ট্রনিক সার্ভিস
ROW	রাইট-অব-ওয়ে (পথস্বত্ব পরিষ্কার)
DNP	Disconnection for Nonpayment
TMLM	Transformer Maintenance & Load Management
SIP	Small Improvement Project
E-Filing	Electronic filing

সংযোজনী-২ ঃ

কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্যালয়সমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি-এর বিবরণ।

ক্রমিক নং	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তর/সংস্থা/দপ্তর	পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাত্তসূত্র	সাধারণ মন্তব্য
১।	সিস্টেম লস হ্রাস	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা আনায়নের লক্ষ্যে সমিতিসমূহের সিস্টেম লস হ্রাসকরণ	বিআরইবি ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	মাসিক আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) ও পবিস এর নিরীক্ষা প্রতিবেদন, কমপ্লেইন রেজিস্টার, ট্রেনিং ম্যানুয়াল ও রেজিস্টার	
২।	বকেয়া মাস	বিলিং দক্ষতা বৃদ্ধি ,রাজস্ব আদায় ও অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের মাধ্যমে বাপবিবো'র বকেয়া হ্রাসকরণ	বিআরইবি, কৃষি ও ধর্ম মন্ত্রণালয় ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি		
৩।	নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ	বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে নতুন সংযোগ প্রদান	বিআরইবি ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি		
৪।	গড় প্রশিক্ষণ প্রদান	বিদ্যুৎখাতে দক্ষ জনবল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান	বিআরইবি ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি		
৫।	SAIDI, SAIFI	গ্রাহকের নিকট নিরবিচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি		
৬।	Consumer Complain	গ্রাহক অভিযোগ প্রতিকার বাস্তবায়ন	বিআরইবি ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি		
৭।	Accounts Payable	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিপিডিবি ও পিজিসিবি'র বিল পরিশোধকরণ	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি		
৮।	Payment of DSL	যথাসময়ে বাপবিবো'র ঋণের কিস্তি পরিশোধ	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি		

সংযোজনী-৩ ঃ

কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের অন্যান্য কার্যালয়ের নিকট সুনির্দিষ্ট চাহিদা

প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদা/প্রত্যাশা	চাহিদা/প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
বিপিডিবি	বিদ্যুৎ ক্রয়	সিস্টেম লস	বিদ্যুৎ সরবরাহ	বিপিডিবি হতে পবিস বিদ্যুৎ ক্রয় করে।	গ্রাহক প্রান্তে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাবে না।
পিজিসিবি	বিদ্যুৎ সরবরাহ	সিস্টেম লস ও উপকেন্দ্রের ক্ষমতাবর্ধন	বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও উপকেন্দ্র হতে বে,ব্রেকার সংযোজন	পিজিসিবি বিদ্যুৎ সঞ্চালন করে থাকে ও উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।	গ্রাহক প্রান্তে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাবে না ও নতুন সাবষ্টেশনে বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ করা যাবে না।
স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, জন প্রতিনিধি, এলাকা পরিচালক	বকেয়া আদায়	সমমাস	সঠিক সময়ে বকেয়া আদায় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	গ্রাহকের নিকট হতে বকেয়া আদায় করা না গেলে পবিসসমূহ আর্থিকভাবে অসচ্ছল হয়ে পড়বে, পিডিবি/পিজিসিবি'র বিল পূরণে ব্যর্থ হবে।	বকেয়া মাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না।
স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, জন প্রতিনিধি, এলাকা পরিচালক, UIC, ব্যাংক, টেলিটক	বিল কালেকশন	%	সঠিক সময়ে বকেয়া আদায় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	গ্রাহকের নিকট হতে বকেয়া আদায় করা না গেলে পবিসসমূহ আর্থিকভাবে অসচ্ছল হয়ে পড়বে, পিডিবি/পিজিসিবি'র বিল পূরণে ব্যর্থ হবে।	বিল কালেকশন ও বকেয়া মাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না।
কৃষি মন্ত্রণালয়	রিবেটের অর্থ পরিশোধ	বকেয়া মাস	রিবেটের অর্থ পরিশোধ	কৃষি মন্ত্রণালয় রিবেটের অর্থ পরিশোধ করে থাকে।	বকেয়া মাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না।
ধর্ম মন্ত্রণালয়	রিবেটের অর্থ পরিশোধ	বকেয়া মাস	রিবেটের অর্থ পরিশোধ	ধর্ম মন্ত্রণালয় রিবেটের অর্থ পরিশোধ করে থাকে।	বকেয়া মাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না।